গোসলের বর্ণনা

গোসলের ফরয সমূহ

গোসলের ফরয হল তিনটি। এগুলি হল যথাক্রমে-১.এমন ভাবে কুল্লি করা যেন মুখের প্রতিটি অংশ অর্থাৎ ঠোঁট থেকে গলার মাথা পর্যন্ত পানি প্রবাহিত হয়। ২. নাকে পানি দেওয়া অর্থাৎ নাকের উভয় ছিদ্রে যতদূর নরম অংশ আছে,সেই পর্যন্ত ধৌত করা এবং পানি নাক টেনে উপরে নিয়ে যাওয়া যেন চুল পরিমান অংশ বাকী না থাকে। ৩.সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত হওয়া অর্থাৎ মাথা থেকে পায়ের তলদেশ অবধি চুল পরিমান কোন অংশ যেন অধৌত না থাকে।[১]

যে যে কারণে গোসল ফরয হয়

১.বীর্য স্বীয় স্থান থেকে নির্গত হলে,২.স্বপ্নদোষ বা ঘুমন্ত অবস্থাতে বীর্য নির্গত হলে,৩.মহিলার লজ্জাস্থানের মুখের সহিত পুরুষ লিঙ্গের সংশ্রব হলে;এতে উত্তেজনা থাকুক কিংবা না থাকুক,বীর্যপাত হোক কিংবা না হোক,উভয় অবস্থাতেই নারী পুরুষ উভয়ের উপর গোসল ফরয। অনুরুপ ভাবে পুরুষের লিঙ্গ পুরুষ কিংবা মহিলার পিছন ভাগে প্রবেশ করলেও উভয়ের উপর গোসল ফরয হবে। ৪.মহিলাদের হায়েজ(মেন্স) বা ঋতুস্রাব বন্ধ হলে । ৫. নেফাস অর্থাৎ বাচ্চা প্রসবের পর মহিলাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে রক্ত ক্ষরণ হয় তা বন্ধ হলে।[২]

গোসলের নিয়মাবলী

গোসলের নিয়াত করে প্রথমে উভয় হাত কব্জী পর্যন্ত তিনবার ধৌত করতে হবে। অত:পর ইস্তিঞ্জার স্থান ধৌত করতে হবে, তাতে নাপাকী লেগে থাকুক কিংবা না থাকুক। আর যদি কোথাও কোন

১. ফাতওয়া রেজবীয়া ১/৪৩৯-৪৪৩পৃ:,বাহারে শরীয়ত ২/৩৪-৩৫পৃ:
২.বাহারে শরীয়ত ২/৩৮

YaNabi.in

নাপাকী লেগে থাকে তা হলে ধুয়ে ফেলতে হবে। অত:পর নামাযের মতো ওজু করতে হবে। কিন্তু পা ধুতে হবে না। তবে যদি চৌপায়া খাট কিংবা পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে গোসল করা হয়, তাহলে পা ধুয়ে নিতে হবে তার পর পানি সমস্ত শরীরে তেলের মত ছিটিয়ে দেবে এরূপ ভাবে তিনবার ডান কাঁধে,তিনবার বাম কাঁধে এবং তিনবার মাথায় এবং সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করতে হবে। অত:পর গোসলের স্থান থেকে একটু সরে দাঁড়াতে হবে এবং পূর্বে পা না ধুয়ে থাকলে ধুয়ে নেবে। অত:পর সমস্ত শরীর হাত দ্বারা মর্দন করবে।[১]

গোসলের সময় যা যা করা চলে না

১.কোনরূপ কথাবার্তা বলা,
২.কোনরূপ দুআ বা দরুদ শরীফ পাঠ করা,
৩.স্ত্রীবলামুখী হওয়া,
৪.সারা শরীরের চুল পরিমান অংশ অধৌত রাখা।

যে সকল অংশ ধোয়ার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকতে হবে

১.মাথার চুলের অগ্রভাগ থেকে উপরিভাগ ভালভাবে পানি বহানো,
২.কানের মধ্যে দুল,পাতা ইত্যাদি অলঙ্কারের ছিদ্র ভালভাবে ধৌত করা,
৩.ভুরুর নিচের চামড়া ,কানের সমগ্র অংশ ,কানের ছিদ্রের মুখ ও কানের পিছনের চুল সরিয়ে পানি বাহিত করা,
৪.গোঁফ ও দাঁড়ি প্রতিটি চুলের অগ্র থেকে উপরিভাগ এবং তাদেব নিচের চামড়া ধৌত করা,
৫.থুঁতনি ও গলার নিম্ন দেশ,
৬.পিঠের সমগ্র অংশ,
৭.বগল ও হাতের প্রতিটি অংশে

YaNabi.in

১.সামানে আখিরাত ৮৩-৮৭ পৃ:,কানুনে শরীয়ত ১/৩৬

৮.পেটের মধ্যে বেল্ট ইত্যাদি পরে থাকলে তা সরিয়ে পানি প্রবাহিত করা,
৯.নাভীর মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে ধৌত করা ,যখন সেখানে পানি প্রবাহিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকবে,
১০.শরীরের প্রতিটি লোমের অগ্র থেকে উপরিভাগ সমগ্র অংশ,
১১.রান ও পায়ের সংযোগ স্থল,
১২.রান ও পিন্ডলীর সংযোগ স্থল;যখন বসে গোসল করা হবে,
১৩.উভয় পাছার সংযোগ স্থল;যখন দাঁড়িয়ে গোসল করা হবে,
১৪.রানের গোলাকার অংশ,
১৫.পিন্ডলীর আশপাশ,
১৬.পুরুষের লিঙ্গের যে অংশ মহিলার লজ্জাস্থানে মিলিত হয় সে অংশ,
১৭.মহিলার লজ্জা স্থানের উপরিভাগ ও নিচের অংশের চামড়া পর্যন্ত,
১৮.মহিলার স্তনের নিচের অংশ,যদি ঢিলে হয় তাহলে তা উঠিয়ে ধৌত করতে হবে,
১৯.যার খাতনা বা মুসলমানি হয়নি তার লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া যদি উঠে,তা হলে তা উঠিয়ে চামড়ার ভিতরে পানি প্রবেশ করাতে হবে,
২০.মহিলাদের যদি চুল বাঁধা থাকে,তাহলে ঐ সব চুলের অগ্রভাগ ভিজাতে হবে। আর যদি এমন ভাবে বাঁধা থাকে যে অগ্র ভাগ ভেজানো সম্ভব নয়,তা হলে চটি বা খোঁপা খুলে চুলের অগ্রভাগ থেকে উপরিভাগ ভিজাতে হবে।[১]
মাসআলা:-মাথা ধুলে যদি খুবই ক্ষতি দেখা যায়,তাহলে গলা পর্যন্ত ধুয়ে মাথা মাসাহ করবে।[২]
মাসআলা:-শরীরের কোন অংশ যদি কেটে ফেটে কিংবা ঘা ফোঁড়া ইত্যাদি হয় এবং সেখানে পানি দিলে কিংবা মুছলে ক্ষতি দেখা যায় তাহলে,তার উপর পটি বা হ্যান্ডিপ্লাস লাগিয়ে মাসাহ করা বৈধ। আর যদি পানি দিলে ক্ষতি না হয়,তাহলে পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে।[৩]

১.ফাতওয়া রেজবীয়া ১/৪৪৮,৪৫০,
২.ফাতওয়া রেজবীয়া ৩/৫১৪
৩.বাহারে শরীয়ত ২/৭৮

YaNabi.in